রক্ষা করা হউক
পি সি সরকারের স্মৃতিঘেরা বাড়ি

এম এ জলিল

বিশ্ববিখ্যাত স্বর্গত 'যাদু সম্রাট' পি, সি, সরকারের টাঙ্গাইলের বাড়ী বেদখল, ধ্বংস করা হচ্ছে সম্প্রতি, এ সংবাদ শুনে মনটা খুব খারাপ হয়েছে। মেনে নিতে পারছি না এহেন কর্ম। পি, সি, সরকারের সম্মানে আমরা কি করতে পেরেছি, আর কি করতে যাচ্ছি? যদি ধ্বংস করা হয় পি, সি, সরকারের 'যাদু ভবন' বাড়ীটি তবে এ লজ্জা কার? নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা কি জবাব দেব?

গত ৮ অক্টোবর ২০১১ দৈনিক জনকণ্ঠ'র শেষ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। পত্রিকার রিপোর্ট, খোঁজ-খবর এবং ইতিহাস ঘেঁটে যতটা জেনেছি তা নিম্নরূপ।

বিশ্ববিখ্যাত স্বর্গত 'যাদু সম্রাট' পি, সি, সরকার ১৯১৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার অন্তর্গত আশেকপুর গ্রামে নিজ পৈত্রিক বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামেই তিনি বেড়ে উঠেন। ১৯২৯ সালে করটিয়া শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৫টি বিষয়ে লেটারসহ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সফলকাম হন। তিনি ১৯৩১ সাল করটিয়া সা'দত কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৩৩ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে গণিতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

এর মধ্যে তাঁর যাদু চর্চা চলতে থাকে এবং যাদু প্রদর্শন করে তিনি প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ঐ সময় ম্যাজিকের প্রসারের জন্য তিনি ভারত চলে যান কিন্তু অবসরে টাঙ্গাইলের এই বাড়ীতে এসে প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতেন প্রায়ই।

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন চাপের মুখে ২৫০ শতাংশের স্মৃতিঘেরা বিশাল বাড়ীটি ছেড়ে পি,সি, সরকারের পুরো পরিবার ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন বলে জানা যায়। অতঃপর আশেকপুর মৌজায় ১৮০০ সালের সি, এস, রেকর্ড অনুযায়ী ২৫০ শতাংশের এই বাড়ীটি ১৯৬২ সালে খন্দকার বদিউজ্জামান (কালেক্টরেট অফিসের নাজির) বাড়ীটির মালিকানা দাবী করে তা রেকর্ডভুক্ত করে নেন। পরে 'সেভ দ্য চিলড্রেন' সহ কয়েকটি এনজিওর কাছে বাড়ীটি ভাড়া দেয়া হয়। উল্লেখ্য খন্দকার বদিউজ্জামান (মৃত) বাড়ীটি ১৯৬২ সালেই তার স্ত্রী ও সন্তানদের নামে লিখে দেন।

যাদু সম্রাট পি, সি, সরকার বাড়ীটির নাম দিয়েছিলেন 'যাদু ভবন'। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাড়ীটি ২০১০ সালে মৃত বদিউজ্জামানের সন্তানেরা 'রূপসা হাউজিং' এর কাছে বিক্রি করেছেন বলে জানা গেছে এবং 'রূপসা হাউজিং' তাদের হাউজিং কমপ্লেক্সের কাজ শুরম্নর প্রাথমিক পর্যায়ে 'যাদু ভবন' নামটি ঢেকে দিয়ে সেখানে 'রূপসা' প্রকল্পের একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে এবং ৮/১০ জন অস্ত্রধারী আনসারের পাহারা বসিয়েছে। ফলে বাড়ীর আশেপাশে কেউ যেতে পারছে না।

একজন মহান যাদু শিল্পীর স্মৃতি বিজড়িত বসত বাড়ীটি গুড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হবে বহুতল ভবন। মুছে যাবে একজন মহান যাদু শিল্পীর ইতিহাস। নতুন প্রজন্ম বঞ্চিত হবে অনেক অজানা তথ্য থেকে। কিন্তু কেন?

আমি গত ৮ অক্টোবর ২০১১ রাত্রে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি যাদু সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে এর প্রতিবাদ করতে অনুরোধ করেছি। আলাপ করেছি বিশ্ববিখ্যাত যাদু শিল্পী জুয়েল আইচের সঙ্গে। টেলিফোনে কথা হয়েছে পি, সি, সরকার (জুনিয়র) এর সঙ্গেও। তিনি এই ধরনের সংবাদ শুনে ব্যথিত হয়েছেন। হবারই কথা।

বাংলাদেশের সকল যাদু সংগঠন জানিয়েছে তারা এর প্রতিবাদ করে প্রেস রিলিজ, প্রেস কনফারেন্স, মানব বন্ধন সহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। আমি তাঁদের সকল প্রকার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি।

পরিশেষে আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করছি মহান যাদু শিল্পী 'যাদু সম্রাট' পি, সি, সরকারের স্মৃতি বিজড়িত 'যাদু ভবন' রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে।

যাদু শিল্পী এম, এ, জলিল
সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া
৯/১০/২০১১